দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ AUG. 01 1999
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৬

79

পরীক্ষা পিছানোর সংস্কৃতি!

বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষের অনার্সের বিভিন্ন ইয়ারের পরীক্ষাসমূহ এক মাস পিছিয়ে দেয়া হলো। সম্মান ২য় বর্ষের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ৯ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ৭ অক্টোবর। সম্মান শেষ বর্ষের পরীক্ষা হবে ২৩ সেপ্টেম্বরের পরিবর্তে ১৭ অক্টোবর।

রাজনৈতিক অস্থিরতা, ধর্মঘট, ছাত্রদের আন্দোলন কিংবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে নয়, বরং নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসসমূহ শেষ হবে না– এ কারণেই নাকি কর্তৃপক্ষ স্বেচ্ছায় পরীক্ষাসমূহ পিছিয়ে দেয়। তাছাড়া ছাত্রদের আন্দোলনের মুখে ১৯৯৬-৯৭ শিক্ষাবর্ষের মাস্টার্স পরীক্ষা দু'দফায় পিছানো হয়। মাস্টার্স পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল গত ১ জুলাই থেকে। প্রথম দফায় এক মাস এবং দ্বিতীয় দফায় বিশ দিন পিছানোর পর এখন তা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ২১ আগস্ট থেকে।

দফায় দফায় পরীক্ষা পিছানোর অব্যাহত ধারার শেষ কোথায়?

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন, তেমনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একাডেমিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী কখনও পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় না। নানা কারণে, অজুহাতে পরীক্ষাসমূহ নিদেনপক্ষে একবার হলেও পিছানো হয়। কখনও হরতাল-ধর্মঘটের কারণে, কখনও একশ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর আন্দোলনের মুখে, কখনওবা রাজনৈতিক দাঙ্গাহাঙ্গামার কারণে ক্যাম্পাস বন্ধ হয়ে গেলে, কখনও আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, গত বছর তিন দফায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলো পিছানো হয়েছিল। ছাত্রদের ধর্মঘটের কারণে একবার এবং শতাব্দীর ভয়াবহ প্লাবনের কারণে দু'দু'বার। আসলে কারণ যা-ই থাকুক না কেন, পরীক্ষাসমূহ এক বা একাধিকবার পিছানোই যেন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কৃতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরীক্ষা পিছানোর অর্থ হলো সেশনজট বৃদ্ধি পাওয়া, শিক্ষার্থীদের মূল্যবান শিক্ষাজীবন অহেতুক দীর্ঘায়িত হওয়া। আর পরীক্ষা পিছানোর ফলে ছাত্রছাত্রীদের স্বাভাবিক পড়াশোনায় মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। পড়ালেখায় তারা কিছুটা হলেও উৎসাহ হারিয়ে ফেলে।

বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে চার বছরমেয়াদী অনার্স কোর্স চালু আছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে এ কথা নিশ্চিত করে বলা যায়, চার বছরের অনার্স কোর্স সম্পন্ন করতে আমাদের ছাত্রছাত্রীদের কমপক্ষে পাঁচ-ছয় বছর সময় ব্যয় হবে। তার ওপর যদি ফী বছর পরীক্ষা পিছানো হয় তবে শিক্ষাজট আরও ঘনীভূত হবে। উল্লেখ করা যেতে পারে; দেশের সব ক'টি বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিভিন্ন মেয়াদে সেশনজট রয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বনিম্ন ছয় মাসের এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ তিন বছরের সেশনজট বিদ্যমান। সেশনজট কমানোর প্রধান উপায় হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাস ও পরীক্ষাসমূহ সম্পন্ন করা। এ জন্য কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক হতে হবে।

–মোহাম্মদ শাহাদাত হোসেন